উ থান্ট

- মায়ানমারের নাগরিক।
- এশিয়া থেকে নির্বাচিত জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব।
- বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি জাতিসংঘের মহাসচিব ছিলেন ।

কুট ওয়ার্ল্ডহেইম

- অস্ট্রিয়ার নাগরিক।
- পরে নিজ দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।
- তার মধ্যস্থতায় প্যারিস শান্তি চুক্তির মাধ্যমে ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান হয়েছিল।

জ্যাভিয়ার পেরেজ দ্য কুয়েলার

- দক্ষিণ আমেরিকা থেকে নির্বাচিত জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব
- ২০০০ সালে পেরুর প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

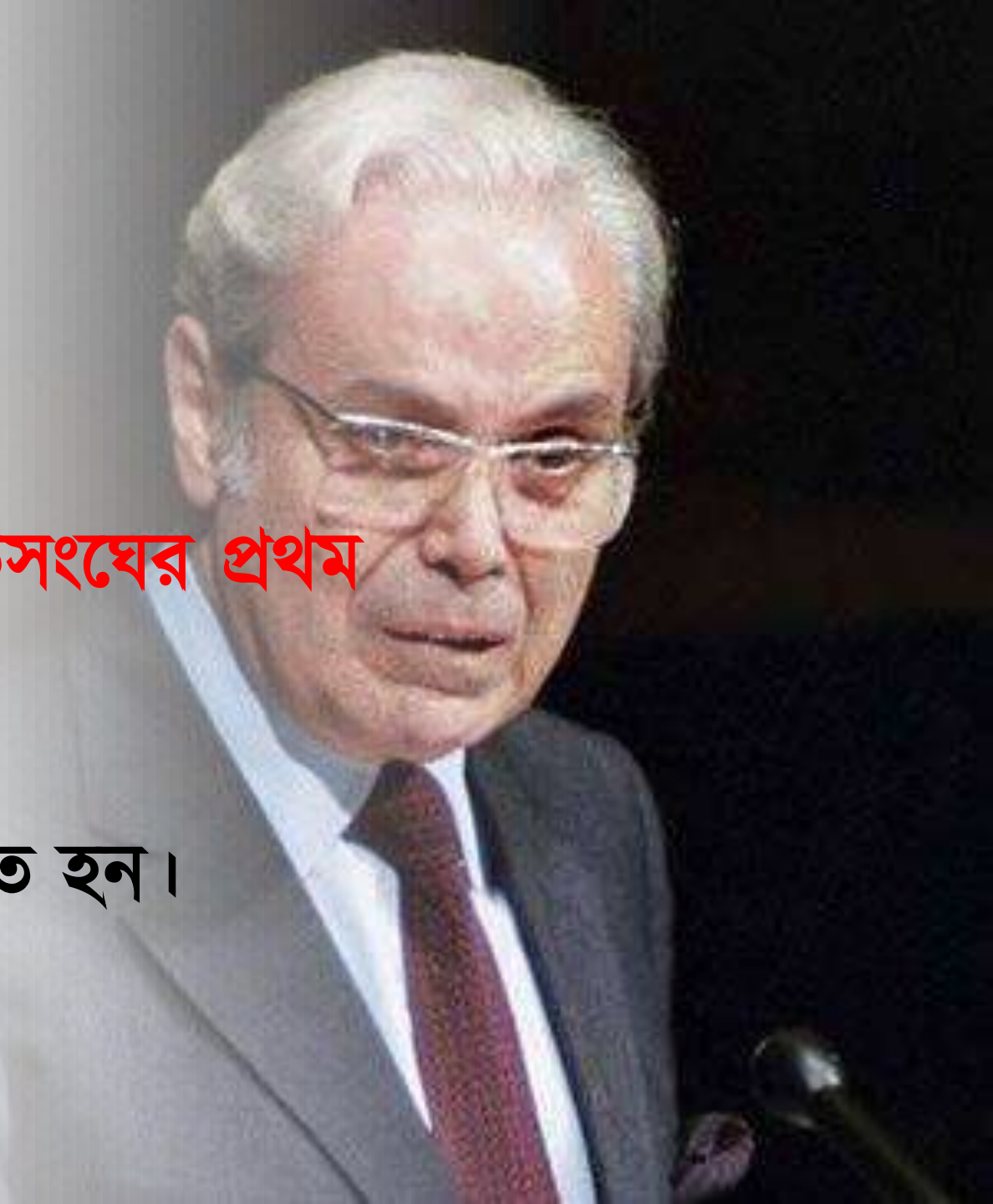

বুট্রোস বুট্রোস ঘালি

- মিশরের নাগরিক।
- আফ্রিকা মহাদেশ থেকে নির্বাচিত জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব।
- নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের জন্য তিনি An Agenda for Peace নামে একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

কফি আনান

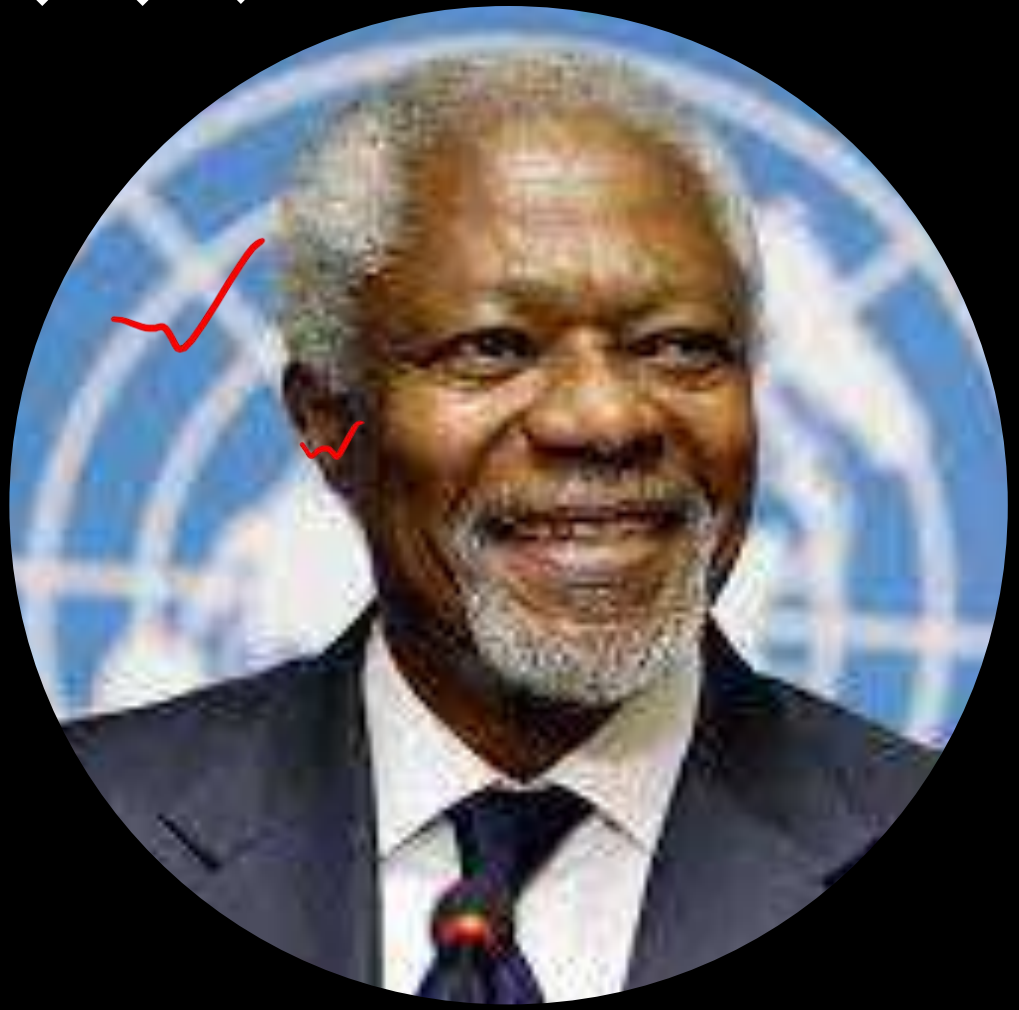

- ঘানার নাগরিক।
- ২০০১ সালে জাতিসংঘের সাথে যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- আফ্রিকা মহাদেশ থেকে নির্বাচিত জাতিসংঘের দ্বিতীয় মহাসচিব।

বান কি মুন

- এশিয়া থেকে নির্বাচিত জাতিসংঘের ২য় মহাসচিব।

অ্যান্টনিও গুতেরেস

- ৯ম মহাসচিব
- পর্তুগালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী।
- UNHCR এর সাবেক প্রধান ছিলেন।

জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা

সনদের ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত ৬টি অঙ্গ-সংস্থা হচ্ছে-

1. সাধারণ সভা (General Assembly)
2. নিরাপত্তা পরিষদ (The Security Council)
3. অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (The Economic and Social Council)
4. সচিবালয় (Secretariat)
5. আন্তর্জাতিক আদালত (International Court of Justice)
6. অছি পরিষদ (Trusteeship Council)

সাধারণ পরিষদ/ আলোচনা পরিষদ

এটিকে জাতিসংঘের ‘Mother Organ’ বলা হয়।

- **জাতিসংঘের সকল সদস্য**

সাধারণ পরিষদের সদস্য।

- সদস্য সংখ্যা – ১৯৩

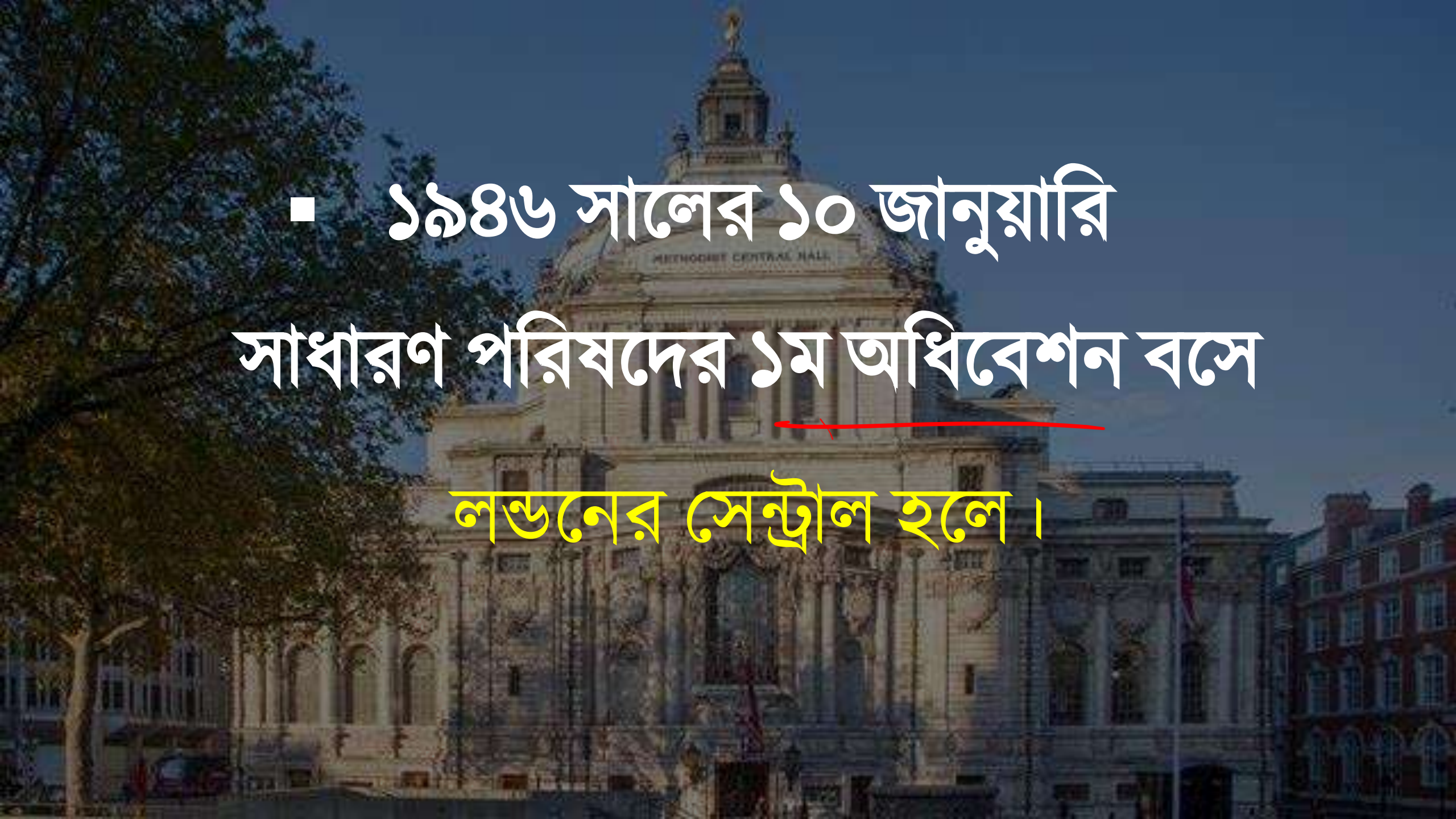

- ১৯৪৬ সালের ১০ জানুয়ারি সাধারণ পরিষদের ১ম অধিবেশন বসে লন্ডনের সেন্ট্রাল হলে।

- সাধারণ পরিষদ সারা বিশ্বের আইনসভা নামে পরিচিত।
- জরুরি অবস্থায় নিরাপত্তা পরিষদ বা জাতিসংঘের অধিকাংশ সদস্য রাষ্ট্রের অনুরোধক্রমে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল ১৫ দিনের মধ্যে বিশেষ অধিবেশন আহবান করতে পারেন।

- আগে প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মঙ্গলবারে শুরু হতো। কিন্তু ২০২৩ সাল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মঙ্গলবারে অধিবেশন শুরু হচ্ছে। আর ডিবেট শুরু হচ্ছে চতুর্থ সপ্তাহের মঙ্গলবারে।
- ২০২৩ সালে অধিবেশন শুরু হয়েছে ১০ সেপ্টেম্বর, দ্বিতীয় সপ্তাহের মঙ্গলবার। আর ডিবেট শুরু হয়েছে ১৯ সেপ্টেম্বর। আপনার মনে হতে পারে ৫ সেপ্টেম্বর তো প্রথম মঙ্গলবার।

- রেজ্যুলেশন ৭৫/৩২৫ এর প্যারাগ্রাফ ৫০ এ বলা আছে - The general assembly shall meet every year in regular session commencing on the Tuesday of the second week of September, counting from the first week that contains at least one working day. The general debate in the General Assembly shall open on the Tuesday of the Fourth Week in September counting from the first week that contains at least one working day.

- ৭৯তম অধিবেশনের শুরু ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪, মঙ্গলবার

  ডিবেটের শুরু ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, মঙ্গলবার

- উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪-৩০ সেপ্টেম্বর

- ৮০তম অধিবেশনের শুরু ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, মঙ্গলবার

  ডিবেটের শুরু ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, মঙ্গলবার

- অধিবেশনের শুরুতে অধিবেশন পরিচালনার জন্য সভার সদস্য নিজেদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি এবং ২১ জন সহ-সভাপতি নির্বাচন করবেন।
- সভাপতির মেয়াদ ১ বছর।
- সাধারণ পরিষদের সভাস্থলের নাম The Flashing Meados।
- সনদ অনুযায়ী প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্র সাধারণ পরিষদের সভায় সর্বোচ্চ ৫ জন প্রতিনিধি পাঠাতে পারে কিন্তু ভোট দিতে পারে ১টি।

- বর্তমানে চলছে ৭৯-তম অধিবেশন।
- সভাপতি – ফিলেমন ইয়ং
- ক্যামেরুনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী

- আলোচ্য বিষয়: সংঘাত নিরসণ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সাহায্য করা
- থিম: কাউকে পিছনে না ফেলে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য শান্তি, টেকসই উন্নয়ন এবং মানব মর্যাদার অগ্রগতির জন্য একসঙ্গে কাজ করা।
- Leaving no one behind: acting together for the advancement of peace, sustainable development, and human dignity for present and future generations
- অ্যাজেন্ডা ২০৩০: 'প্যাক্ট ফর দ্য ফিউচার' এবং 'ডিকলারেশন অন ফিউচার জেনারেশনস' সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

জাতিসংঘে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস

- সাধারণ পরিষদে বক্তব্য দেন- ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
- বৈঠক করেন- মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনসহ ১২টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রধানের সঙ্গে

তার বক্তব্যে প্রকাশ পায়-

১. বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের পরে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২. জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অবদান রাখার অঙ্গীকার করেন।

৩. বাংলাদেশের মতো জলবায়ুর ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোতে অভিযোজনের জন্য ব্যাপক বিনিয়োগের আহবান জানায়।

৪. 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড' কে কার্যকর করার কথা বলেন।

- ৫. 'তিন শূন্য' লক্ষ অর্জনের প্রস্তাব দেন- শূন্য দারিদ্র্য, শূন্য বেকারত্ব ও শূন্য নেট কার্বন
- ৬. পাচার হওয়া সম্পদ ফিরিয়ে আনতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কামনা করেন
- ৭. নিরাপদ, সু-শৃঙ্খল, নিয়মিত এবং মর্যাদাপূর্ণ অভিবাসনের পথ সুগম করতে আহ্বান জানান।
- ৮. বাংলাদেশ-জাতিসংঘের সঙ্গে অংশীদারত্বের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের বিষয় উল্লেখ করেন।
- জাতিসংঘ ২০০৫ সালকে 'ইয়ার অব মাইক্রো ক্রেডিট' ঘোষণা করেছিল, যার ফলে বিশ্বব্যাপী ক্ষুদ্রঋণ সম্প্রসারিত হয়।

সাধারণ পরিষদে প্রস্তাব পাশের জন্য

২/৩ ভোট দরকার

কার্যাবলি

- সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচন।
- মহাসচিব নিয়োগ।
- সদস্য দেশকে বহিষ্কার।
- জাতিসংঘের বাজেট পাস।

- সদস্য দেশের চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ।
- অঙ্গ সংস্থার সদস্য নির্বাচন।
- নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন।
- নিরাপত্তা পরিষদের সাথে সুপারিশে বিচারক নিয়োগ।

• শান্তির জন্য ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা

সনদের ২৪(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পরিষদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

কিন্তু ২৭ ধারায় যদি কোনো স্থায়ী সদস্য কোন প্রস্তাবে ভেটো (VETO) প্রয়োগ করে তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তখন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

এই প্রতিবন্ধকতা যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থাকে ব্যাহত করতে না পারে সেজন্য ১৯৫০ সালের ৩ নভেম্বর সাধারণ সভা একটি প্রস্তাবে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার সম্ভাবনাকে আরও শক্তিশালী করেছে।

এই প্রস্তাব শান্তির জন্য ঐক্যপ্রস্তাব (The Uniting for peace Resolution) নামে পরিচিত।

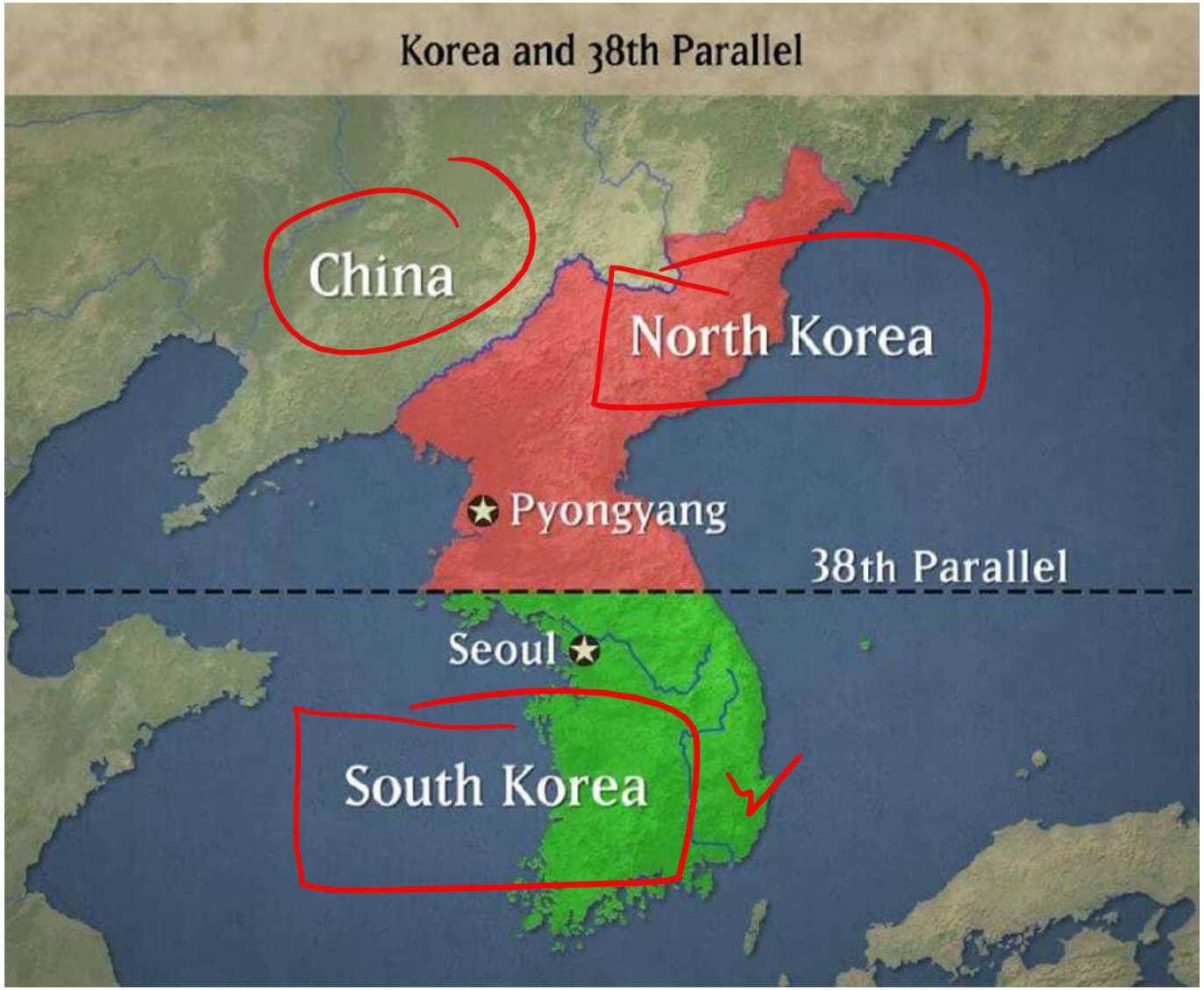
Korea and 38th Parallel
China
North Korea
Pyongyang
38th Parallel
Seoul
South Korea

- ১৯১০ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কোরিয়া ছিল জাপান সম্রাজ্যের অধীনে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর মার্কিন প্রশাসন কোরীয় উপদ্বীপটিকে ৩৮ডিগ্রি অক্ষরেখায় ভাগ করে। উত্তর ভাগ সোভিয়েত রাশিয়া এবং দক্ষিণভাগ আমেরিকার অধিকারে যায়। কোরীয় উপদ্বীপের উত্তরে প্রতিষ্ঠিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থিত সমাজতান্ত্রিক সরকার।
- ১৯৪৫ সালে Trusteeship চুক্তির মাধ্যমে উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়া বিভক্ত হয়। ৫ বছর মেয়াদি চুক্তির মাধ্যমে উত্তর কোরিয়াকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং দক্ষিণ কোরিয়াকে যুক্তরাষ্ট্রের নিকট প্রেরণ করা হয়। ১৯৫০ সালের মধ্যে স্বাধীনতা দেবার কথা থাকলেও ১৯৪৮ সালেই ২ দেশকে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বাধীনতা প্রদান করে।
- দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন একাধিপত্য সোভিয়েত রাশিয়া মেনে নিতে পারেনি। তাই ১৯৫০ সালে রুশ মদদে উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করে। ফলে দুই কোরিয়ায় যুদ্ধ শুরু হয়। সৃষ্টি হয় কোরিয়া সংকট।
- ১৯৫৩ সালের Treaty of Armistice এবং ১৯৫০ সালের 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাবের' ভিত্তিতে কোরীয়যুদ্ধ অবসান হয়।

The six Main Committees of UNGA are

- Disarmament and International Security Committee (First Committee);
- Economic and Financial Committee (Second Committee);
- Social, Humanitarian and Cultural Committee (Third Committee);
- Special Political and Decolonization Committee (Fourth Committee);
- Administrative and Budgetary Committee (Fifth Committee); and
- Legal Committee (Sixth Committee).

নিরাপত্তা পরিষদ

নিরাপত্তা পরিষদ

স্বস্তি পরিষদ /

Global safety net

নামেও পরিচিত

সদস্য

- স্থায়ী ৫ + অস্থায়ী ১০
- ১৯৬৫ সালের আগ পর্যন্ত অস্থায়ী সদস্য ছিল ০৬

কোন অঞ্চল থেকে কত অস্থায়ি সদস্য

আফ্রিকা(৩) ও এশিয়া(২)	৫
পূর্ব ইউরোপ	১
ল্যাটিন আমেরিকা	২
পশ্চিম ইউরোপ ও অন্যান্য	২

বর্তমান অস্থায়ী সদস্য

- Algeria (2025)
- Ecuador (2024)
- Guyana (2025)
- Japan (2024)
- Malta (2024)
- Mozambique (2024)
- Republic of Korea (2025)
- Sierra Leone (2025)
- Slovenia (2025)
- Switzerland (2024)

- সবথেকে বেশিবার নির্বাচিত হয়েছে – জাপান ও ব্রাজিল (১২ বার)

G-4 Nations

- পরিচয়: নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ চায় ৪ দেশকে একত্রে জি-৪ জাতি বলে।
- দেশগুলো: জাপান, জার্মানি, ভারত ও ব্রাজিল ২০২২ সালে ভারত ও ব্রাজিলকে স্থায়ী সদস্যপদ প্রদানের আহ্বান জানায়- রাশিয়া।
- গঠিত: ২০০৫ সালে।

- অস্থায়ী সদস্য- মেয়াদ ২ বছর
- সভাপতি - মেয়াদ ১ মাস

এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ভেটো দিয়েছে – রাশিয়া

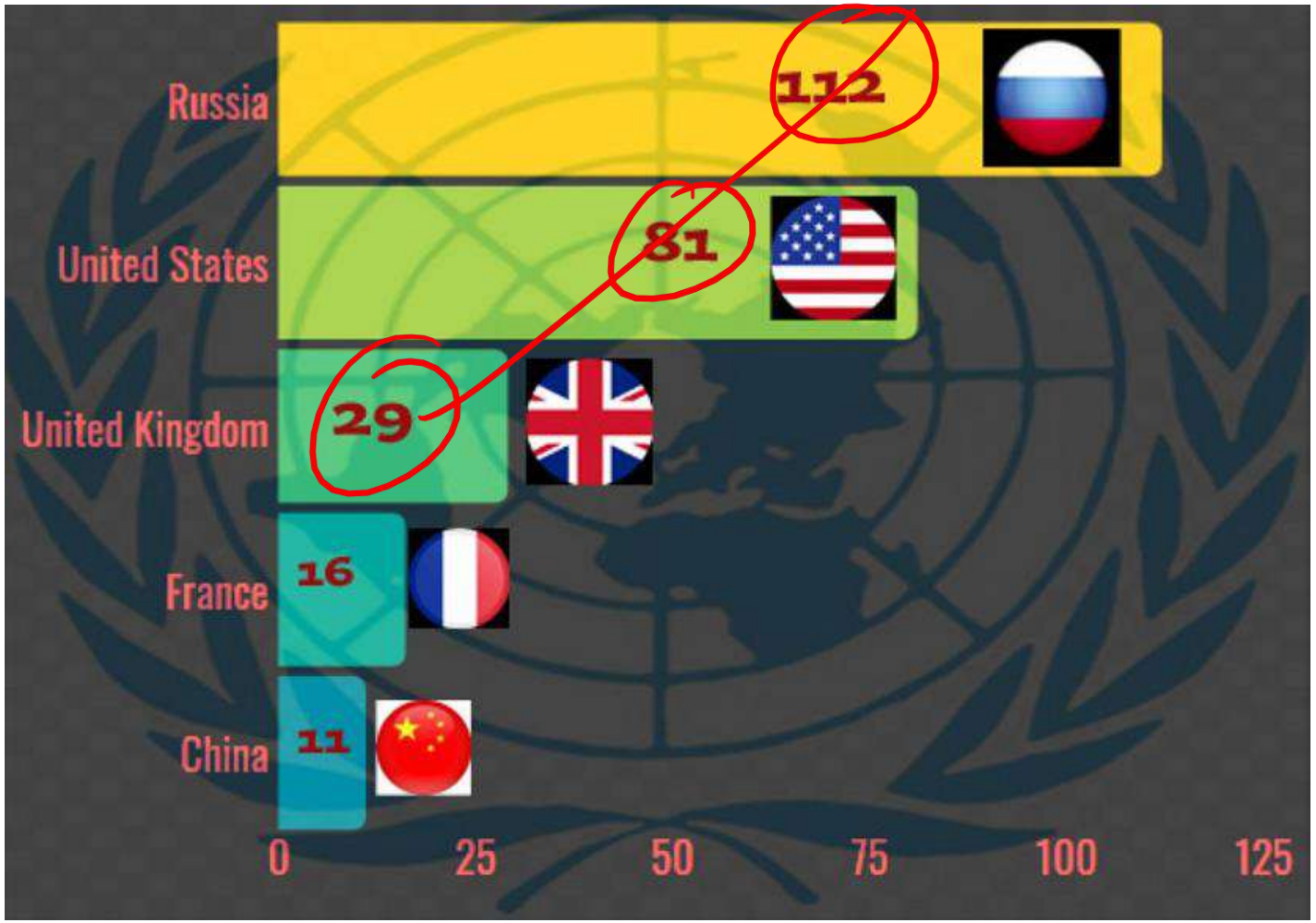

কোন সিদ্ধান্তের জন্য কমপক্ষে ভোট প্রয়োজন

৯ টি ভোট

ভোটিং সিস্টেম

- নিরাপত্তা পরিষদ: জাতিসংঘ সনদের ২৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে-
- ১. প্রতিটি সদস্যের ভোট ১টি করে;
- ২. ৯টি হ্যাঁ ভোটে প্রস্তাব পাশ হবে: কার্যপ্রণালি সংক্রান্ত বিষয়ে (Procedural Matters) ৯টি সদস্যের হ্যাঁ ভোটে প্রস্তাব পাশ হবে।
- ৩. ১টি ভোটের মধ্যে অবশ্যই স্থায়ী ৫টি সদস্যের হ্যাঁ ভোট লাগবেই। তবে, যদি কোনো স্থায়ী সদস্য ভোটদানে বিরত থাকে তাহলে ৯টি হ্যাঁ ভোট হলেই প্রস্তাব পাশ হবে। কিন্তু কোনো স্থায়ী সদস্য না ভোট (veto)দিলে প্রস্তাব পাশ হবে না

Procedural Matters

- জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক ২৭(২) অনুচ্ছেদ অনুসারে,
- যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরিষদের ৯ জন সদস্যের ইতিবাচক ভোট প্রয়োজন। এক্ষেত্রে স্থায়ী সদস্যদের ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা নেই।
- সব স্থায়ী সদস্যসহ ৯টি ভোটের বাধ্যবাধকতা নেই, ৯ জন সদস্য হলেই প্রস্তাব পাশ হয়।

Non- Procedural Matters (Fundamental Matters)

- সনদের ২৭ (৩) অনুচ্ছেদ অনুসারে একথারও উল্লেখ আছে। যে মৌলিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে ৯টি ইতিবাচক ভোটের প্রয়োজন হবে, যার মধ্যে ৫টি স্থায়ী সদস্যের ভোট অবশ্যই থাকতে হবে। কোন স্থায়ী সদস্য বিরোধিতা করলে তা গৃহীত হবে না।

Non- Procedural Matters (Fundamental Matters)

মৌলিক বিষয়সমূহর (fundamental matters) হলো-

- নতুন সদস্যের অন্তর্ভুক্তি।
- সনদের সংশোধন নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যের বহিষ্কার।
- কোন বিষয় আন্তর্জাতিক বিরোধের সৃষ্টি করেছে কিনা।
- উপদেশমূলক মতামতের জন্য আন্তর্জাতিক বিচারালয়কে অনুরোধ।
- শান্তির প্রতি হুমকী।
- সদস্য দেশসমূহকে পরিষদের আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ।
- রুলস অফ প্রসিডিউর/কার্যবিধি অনুমোদন ইত্যাদি।

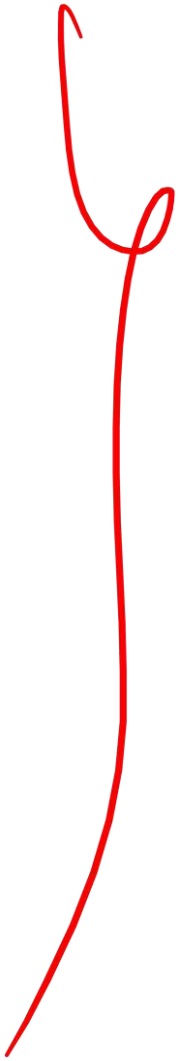

কার্যাবলি

- মহাসচিব নিয়োগে সুপারিশ।
- অবরোধ আরোপ।
- সনদ সংশোধন।

- সাধারণ পরিষদ তথা জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রদান।
- শান্তিরক্ষী কার্যক্রম পরিচালনা।
- সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে বিচারক নিয়োগে সুপারিশ।

জাতিসংঘ সচিবালয়

জাতিসংঘ সচিবালয়

- দ্যাগ হেমারশোল্ড ভবন।
- বিভাগ: ৮টি

- United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs (DPPA)
- United Nations Department of Peace Operations (DPO)
- United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA)
- United Nations Department of Operational Support (DOS)
- United Nations Department of Management Strategy, Policy and Compliance (DMSPC)
- United Nations Department of General Assembly and Conference Management (DGACM)
- United Nations Department of Global Communications (DGC)
- United Nations Department of Safety and Security (DSS)

জাতিসংঘ

সচিবালয় প্রধান

নির্বাহী: মহাসচিব

উপ-মহাসচিব:

১১ জন

সহকারী মহাসচিব:

৬ জন

মহাসচিব

নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

ECOSOC

United Nations Economic and Social Council

- জাতিসংঘের এই পরিষদের কাজ হলো বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের দরিদ্র, নিপীড়িত ও পশ্চাৎপদ জাতিসমূহের উন্নয়নের জন্যে বিভিন্ন প্রকার আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালানো। এই পরিষদ দারিদ্র্য দূরীকরণে অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমেও পরিচালনা করে।
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অপর নাম উন্নয়ন পরিষদ।

- অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে United Nations Family বলেও ডাকা হয়।
- এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ১৮টি।
- বর্তমান সদস্য ৫৪টি।
- প্রতি বছর ১৮টি সদস্য দেশ অবসর নেয় এবং ১৮টি নতুন সদস্য দেশ নির্বাচিত হয়।
- এ পরিষদের অধিবেশন বছরে দু'বার অনুষ্ঠিত হয়; একবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে এবং অন্যটি সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়।
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হন ৩ বছরের জন্য।

ECOSOC এর গৃহীত কিছু উদ্যোগ-

- ‘সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট’
- ‘এজেন্ডা ২০৩০’
- Youth Taking Action ধারণার প্রবর্তক

ইকোসক

অধিবেশন বছরে

কয়বার বসে?

বর্তমান প্রেসিডেন্ট

বব রে

মেয়াদ – ১ বছর

বাংলাদেশ ২০২৫-২০২৭ (১০ম বার) সালের জন্য ইকোসকের সদস্য ছিল।

The Commission For Social Development

বাংলাদেশ সদস্য নির্বাচিত হয়েছে ২০২৩-২০২৭ মেয়াদে।

- আঞ্চলিক কমিশন - ৫ টি
- UN Family নামে পরিচিত

ECE

- Economic Commission for Europe
- সদর দপ্তর - জেনেভা

ECA

- Economic and Social Council for Africa
- সদর দপ্তর - আদ্দিস আবাবা

ECLAC

- Economic Commission for Latin America and the Caribbean
- সদর দপ্তর - সান্তিয়াগো

ESCAP

- Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
- সদর দপ্তর - ব্যাংকক

ESCWA

- Economic and Social Commission for Western Asia
- সদর দপ্তর - বৈরুত, লেবানন

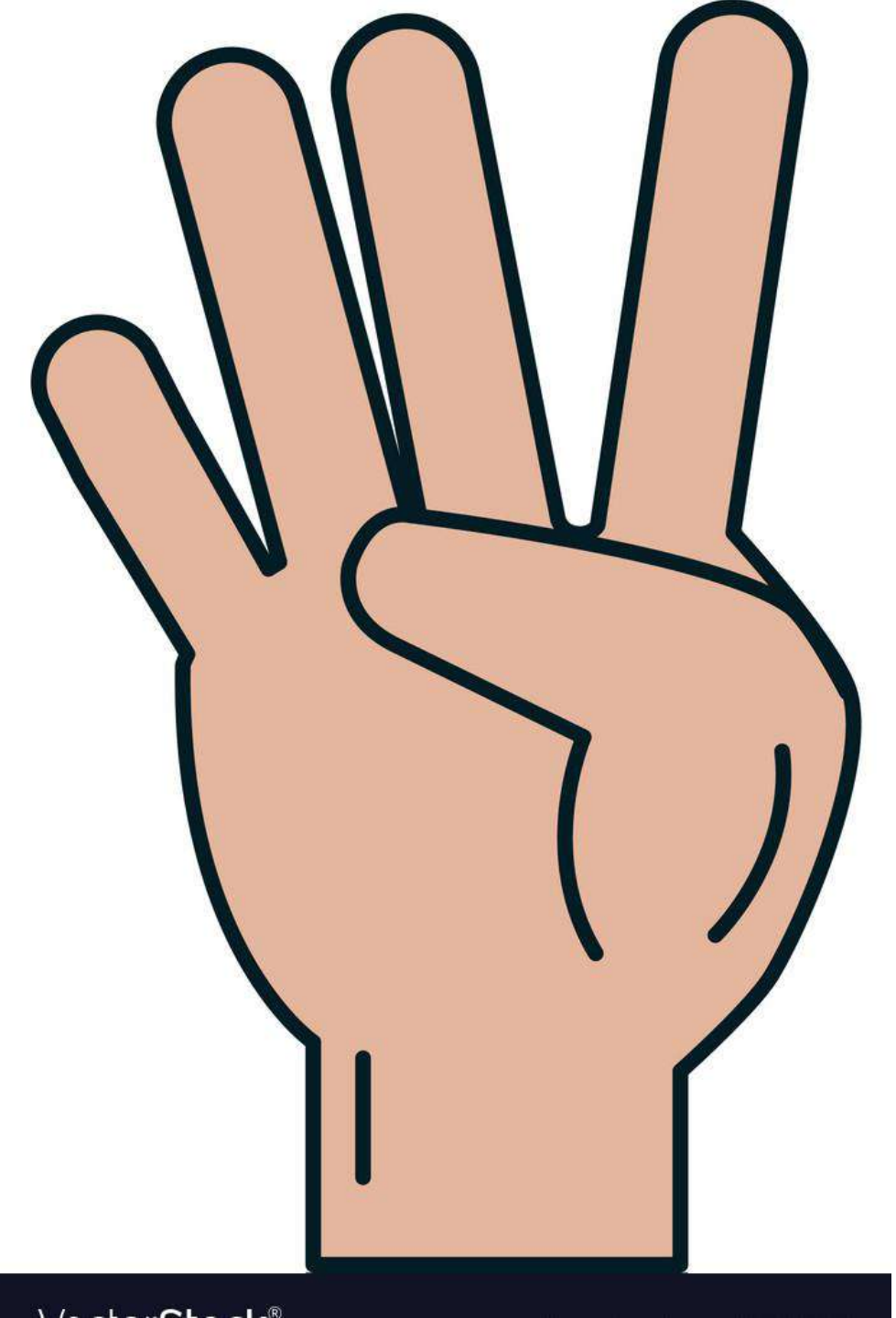

বাংলাদেশ কত বছরের জন্য CSOCD এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছে?

আন্তর্জাতিক আদালত

প্রতিষ্ঠা – ১৯৪৫

INTERNATIONAL COURT
OF JUSTICE

সদর দপ্তর

Peace Palace

হেগ

বর্তমান প্রেসিডেন্ট

নাওয়াফ সালাম

(লেবানন)

মেয়াদ – ৩ বছর

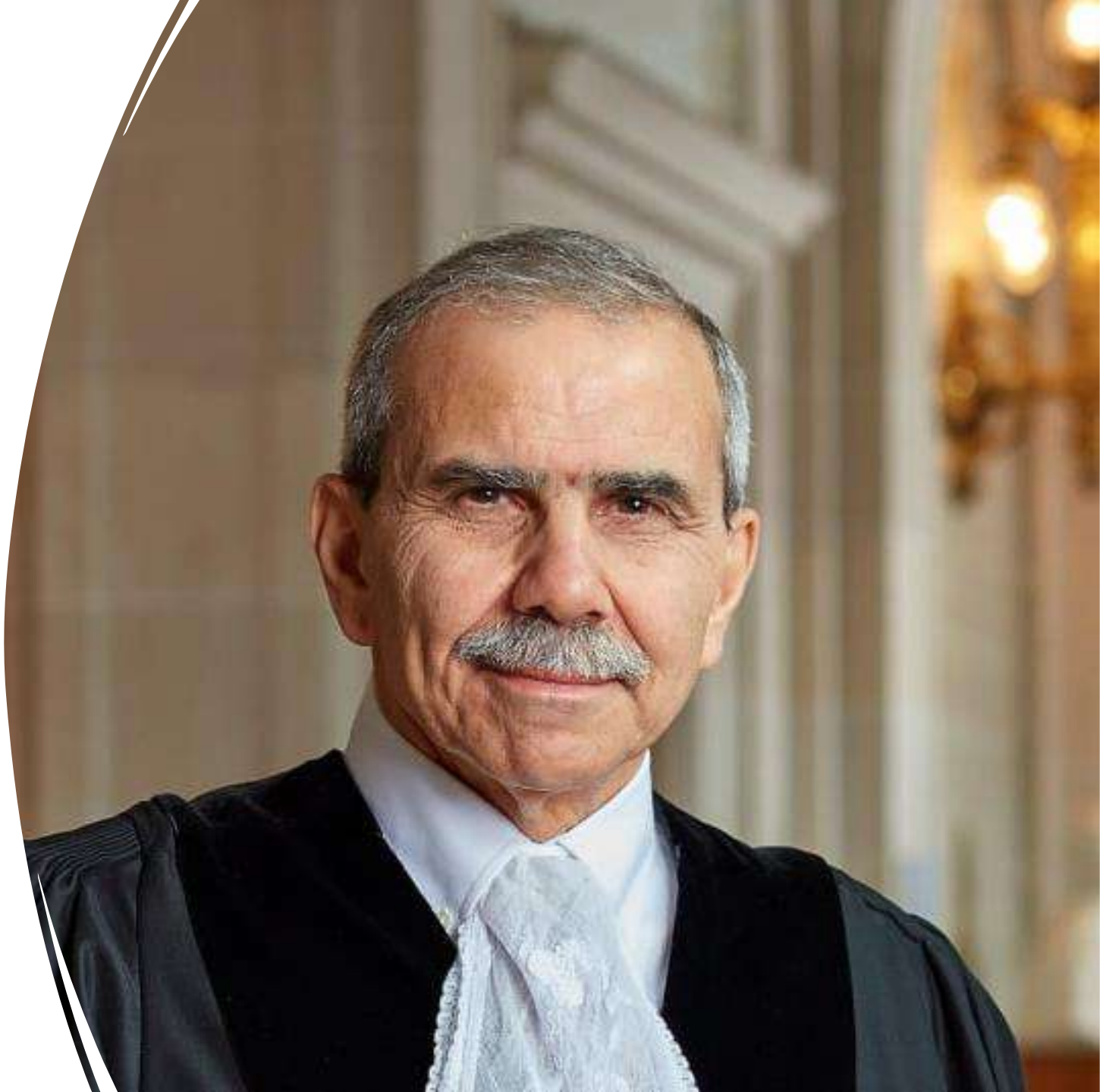

বিচারক ১৫ জন

মেয়াদ ৯ বছর।

- ৪ জন - পি-৫ থেকে
- ৪ জন এশিয়া থেকে
- ৩ জন ইউরোপ থেকে
- ২ জন করে মোট ৪ জন ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকা থেকে

কার্যাবলি

- আন্তর্জাতিক বিরোধের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের যে কোন সদস্য রাষ্ট্র অন্য সদস্যরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারপ্রার্থী হতে পারে।
- কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করা যয়না।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত

- ১৯৯৮ সালের ১৭ জুলাই রোমে যুদ্ধাপরাধের বিচার সংক্রান্ত 'Rome Statute' স্বাক্ষরিত।
- ২০০২ যাত্রা শুরু

কী কী বিচার করে?

- গণহত্যার অপরাধ
- মানবতাবিরোধী অপরাধ
- যুদ্ধাপরাধ

বর্তমান সদস্য – ১২৪

- বর্তমান সদস্য: ১২৪টি
- সর্বশেষ- আর্মেনিয়া

বাংলাদেশ রোম বিধি স্বাক্ষর করে – ২০১০

বাংলাদেশ –

১১১ তম

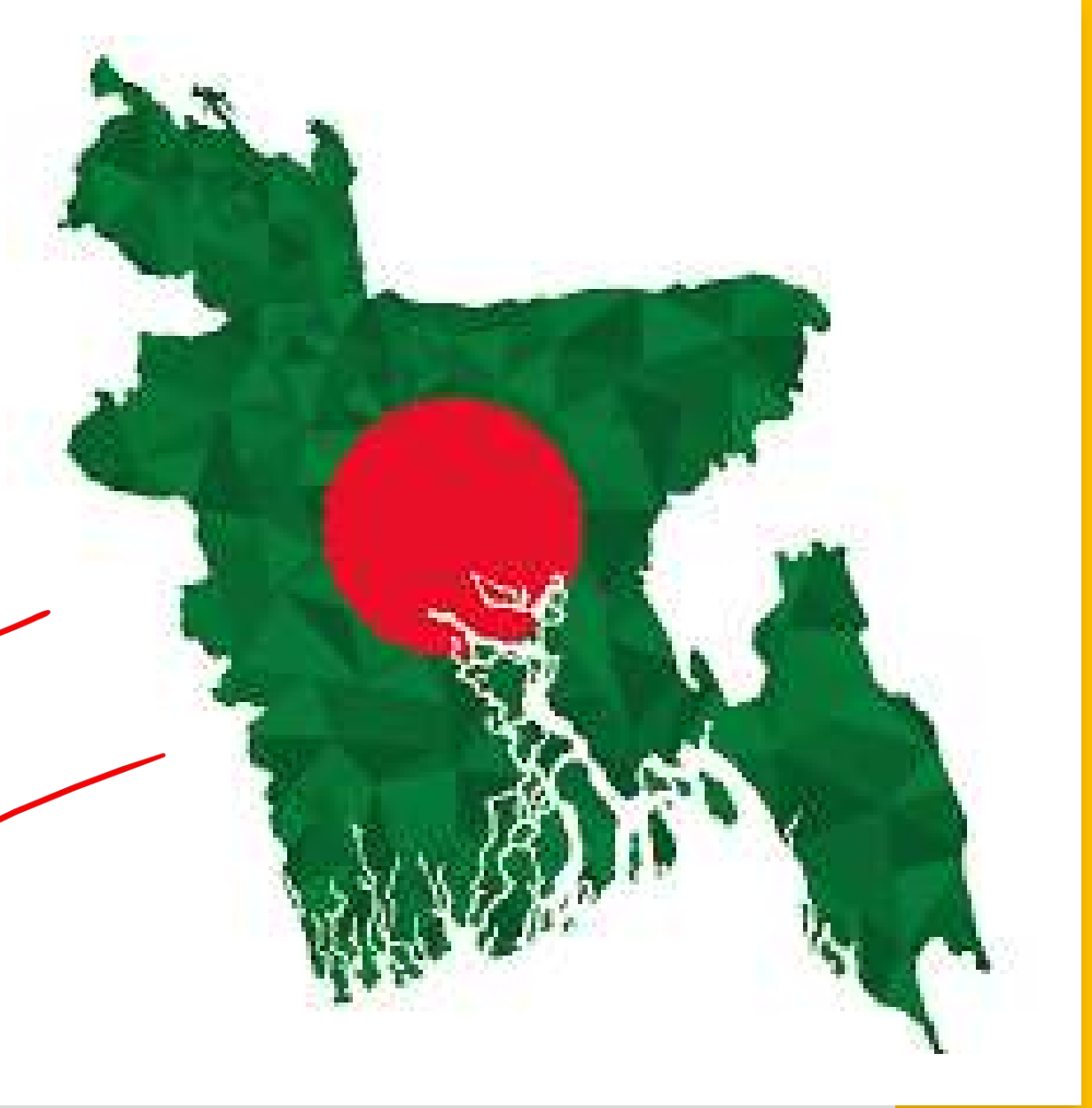

- বাংলাদেশ রোম বিধি স্বাক্ষর করে: ২৩ মার্চ, ২০১০। ঐ দিনই বাংলাদেশ ICC এর ১১১তম সদস্যপদ লাভ করে এবং ২৫ মার্চ, ২০১০ তারিখে যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য International Criminal Tribunal প্রতিষ্ঠা করে।
- বর্তমানে সেই ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার চলছে। গত ১৭ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে।

- ইউক্রেন থেকে বেআইনিভাবে শিশুসহ বহু মানুষকে রাশিয়ায় নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমের পুতিনের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগে ২০২৩ সালের মার্চে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে।

বিচারক

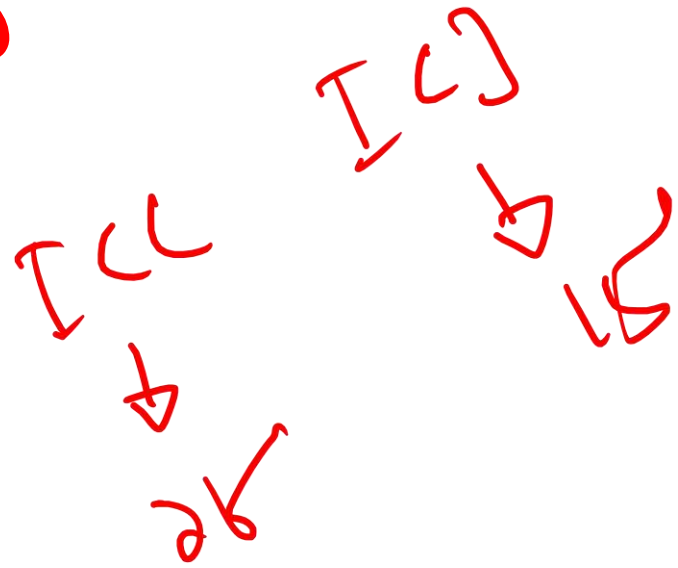

- ১৮ জন
- ৭ জন নারী, ১১ জন পুরুষ

বর্তমান প্রেসিডেন্ট

তোমোকো আকানে

মেয়াদ – ৩ বছর

অছি পরিষদ

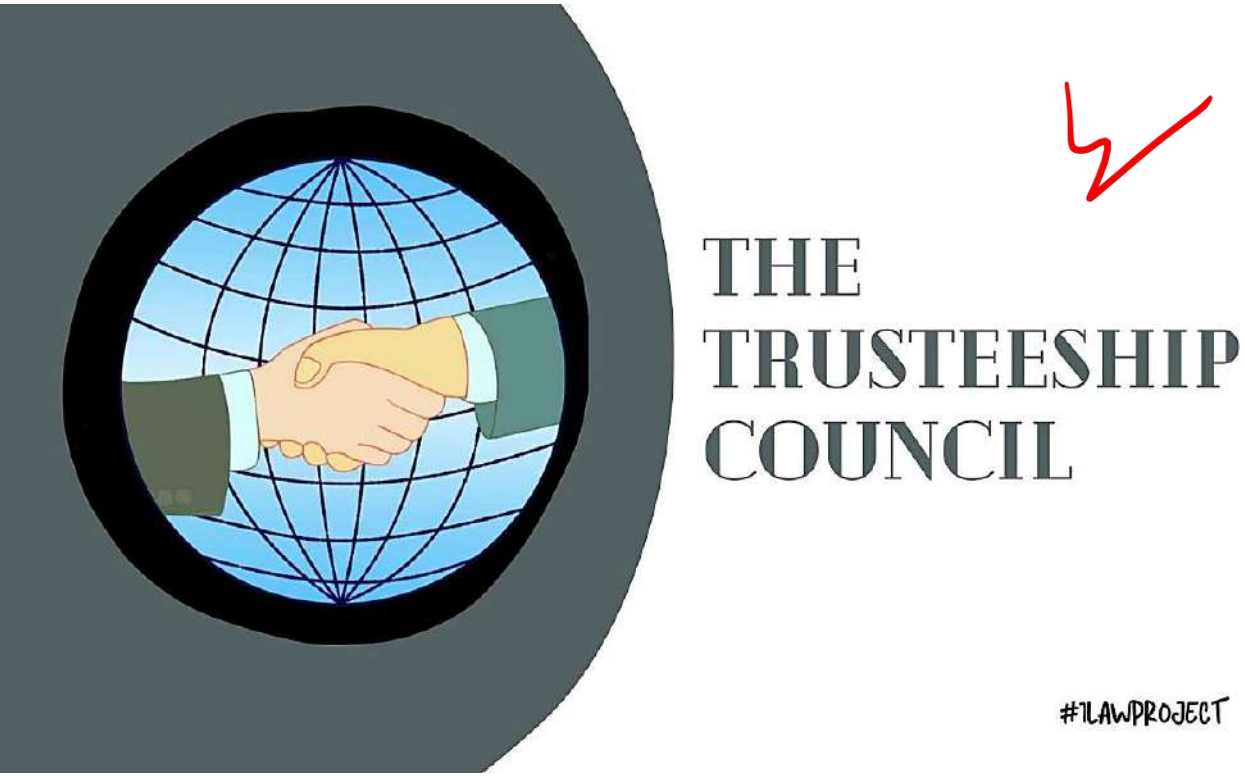

- বিরোধপূর্ণ অঞ্চলের দায়িত্ব নেয়া
- কার্যক্রম স্থগিত: ১৯৯৪ সালে পালাউয়ের স্বাধীনতার পর থেকে

অছি পরিষদ

• অছি পরিষদ নিম্নলিখিত তিন ধরনের সদস্য নিয়ে গঠিত-

১. অছিভুক্ত অঞ্চলগুলোর প্রশাসনিক দায়িত্ব বহনকারী সদস্যরাষ্ট্র বা কর্তৃপক্ষ;

২. নিরাপত্তা পরিষদের যেসব স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রের শাসনাধীন কোনো অছিভুক্ত অঞ্চল নেই, সেসব সদস্যরাষ্ট্র এবং

৩. সাধারণ সভা কর্তৃক ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত রাষ্ট্র, যারা কোনো অছি অঞ্চলের প্রশাসকনয়।

- সর্বশেষ ১৯৯৪ সালে পালাউয়ের স্বাধীনতার মাধ্যমে অছি পরিষদের কার্যক্রম স্থগিত হয়।